গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান **পরিদর্শনের তারিখ: ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ**
পদবী: সহকারী পরিচালক

০১।	**প্রকল্পের নাম**	:	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচী প্রকল্প		
০২।	**বাস্তবায়ন সংস্থা**	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ		
০৩।	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	কৃষি মন্ত্রণালয়		
০৪।	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল**	:			
	মূল অনুমোদিত	:	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬		
০৫।	**ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	:	**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সাহায্য**
	মূল অনুমোদিত	:	৪১২১.৮৫	৪১২১.৮৫	-
০৬।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	রাজশাহী বিভাগের ৩টি জেলার ১১টি উপজেলা।		

০৭। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৭.১.১ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ১২৪টি উপজেলায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় ২৪.৩৮ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। তার মধ্যে ২১.১২ লক্ষ হেক্টর জমি গভীর/অগভীর নলকূপ ও ভূ-উপরিস্থ সেচ সুবিধা পাচ্ছে। অবশিষ্ট ৩.২৬ লক্ষ হেক্টর জমি এখনও সেচ সুবিধা পাচ্ছে না। এ জমিতে শুধু বৃষ্টি নির্ভর ফসল চাষ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রকল্প এলাকায় মূলত বৃষ্টি নির্ভর আমন ধানের চাষাবাদ হয়ে থাকে। তাই, কোন কোন বছর সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ধান রোপন বিলম্বিত হয়। আবার অনেক সময় অক্টোবর/নভেম্বর মাসে খরার কারণে রোপিত ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধানের ফলন ব্যাপক হ্রাস পায়। উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে ভূ-উপস্থি পানি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকায় অনেক নদী রয়েছে যেখানে সারা বছরই পানি থাকে। এই সমস্ত নদীতে শক্তিচালিত পাম্প (এল এল পি) ব্যবহার করে নদীর সেচ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এল এল পি স্থাপনযোগ্য বেশ কিছু স্থান নির্বাচন করে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় রাজশাহী জেলার চারঘাট, পুঠিয়া ও দূর্গাপুর উপজেলায় প্রায় ৩০ কিঃমিঃ দৈর্ঘের বামপাড়া নামে একটি খাস মজা রয়েছে। উক্ত খালটি পুনঃখনন এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। খালটি নদী সংলগ্ন হওয়ায় নদী থেকে সারা বছর পানি সরবরাহপূর্বক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। তাই সব দিকগুলো বিবেচনা করে ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচী প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.১.২ প্রকল্প এলাকায় অনেক নদীতে সারা বছর পানি থাকে। এই সমস্ত নদীতে শক্তিচালিত পাম্প (এল এল পি) স্থাপনযোগ্য বেশ কিছু স্থান নির্বাচন করে ১২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সরবরাহের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.২। **উদ্দেশ্য:**

০১. ৩০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের বামপাড়া নামে খাস মজা খালটি পুনঃখনন;

০২. বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা;

০৩. ১২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

০৪. নদীতে শক্তিচালিত পাম্প (এল এল পি) ব্যবহার করে নদীর সেচ কাজে ব্যবহার করা: এবং

০৫. নদীতে শক্তিচালিত পাম্প (এল এল পি)স্থাপনযোগ্য বেশ কিছু স্থানে স্থাপন করা।

৮। **প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য:**

প্রকল্পটির কোন বৈদেশিক সাহায্য নেই। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯। **চলতি বছরের অগ্রগতি:**

প্রকল্পটির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ৯৬৬.১৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৪১.৫৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯৭০.১৬ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২.০৬%)।

১০। **প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন:**

প্রকল্পটি ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক সভায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৪১২১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করে। কৃষি মন্ত্রণালয় ১২/০৯/২০১৩ তারিখ প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করে।

১১। **পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা):**

আইএমইডির সহকারী পরিচালক মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান কর্তৃক ২১-২৩/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের নিম্নলিখিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/মৌজা	কার্যক্রমের নাম
১	রাজশাহী	পুঠিয়া	বেলপুকুরিয়া পুঠিয়া	বেলপুকুরিয়া খাড়ী পুনঃখনন ও বৃক্ষরোপন কাজ পরিদর্শন
২		চারঘাট	ইউসুফপুর	পদ্মানদীতে স্থাপিত পন্টুন, বাপমারা খাড়ি পুনঃখনন, খাড়িতে নির্মিত সাব-মার্জড ওয়্যার ও এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন।
৩		গোদাগাড়ী	গোগ্রাম ও গোদাগাড়ী	রাজাবাড়ী খালে এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন। তেতুলতলা পুনঃ খননকৃত পুকুর ও এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন। সুলতানগঞ্জ ঘাটে পদ্মা নদী হতে সেচের পানি উত্তোলনপূর্বক রাজারামপুর পুকুরে সরবরাহ ও এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন।
৪	নওগাঁ	ধামুইরহাট	জামিরতলী	এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন।
৫		মহাদেবপুর	কুঞ্জুবন	এলএলপি কার্যক্রম পরিদর্শন।
৬		পত্নীতলা	পত্নীতলা ষ্টোর	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মান কাজের মালামাল পরিদর্শন।

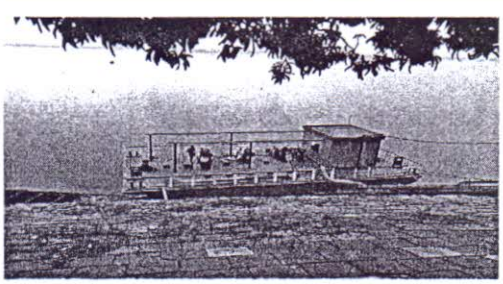

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পন্টুন

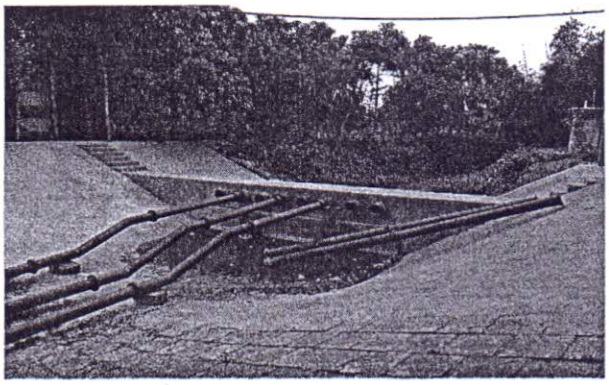

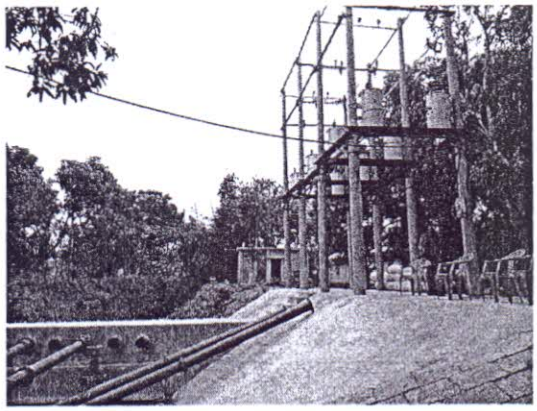

বাপমারা খালের ডেলিভারী পয়েন্ট ও ট্রান্সফরমার

** পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১২। পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা: প্রযোজ্য নয় (প্রকল্পটি পূর্বে পরিদর্শিত হয়নি)।

১৩। পরিদর্শকৃত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (জুন/১৫ পর্যন্ত)	চলতি ২০১৫-১৬অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	খাল পুনঃ খনন (কিঃমিঃ)	৩০.০০ কিঃমিঃ	১৬.৫০ কিঃমিঃ	২০.০০ কিঃমিঃ	৪.০০ কিঃমিঃ
২	পন্টুন স্থাপন (টি)	০২টি	১টি	১টি	১টি
৩	এলএলপি স্থাপন (টি)	১০৫টি	৬৯টি	৩৬টি	৩৬টি
৪	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মান (টি)	১১৭টি	৭৪টি	৪৩টি	৪৩টি
৫	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মান	৮টি	২টি	০৬টি	০২টি
৬	বৃক্ষরোপন	১.১০ লক্ষ	১০ হাজার	৫০ হাজার	৫০ হাজার

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য: জনাব শরিফুল হক, 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

১৫। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সমর্পন: ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১.৪০ লক্ষ টাকা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ০.৯৯ লক্ষ টাকা অব্যায়িত অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:-

আর্থিক সাল	এডিপি/আরএডিপির বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	সমর্পিত অর্থ	মন্তব্য
২০১৩-২০১৪	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৮.৬০	১.৪০	১.৪০ লক্ষ টাকা চালান নং: ৩৮, তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৪ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।
২০১৪-২০১৫	১৭৩১.০০	১৭৩১.০০	১৭৩০.০১	০.৯৯	০.৯৯ লক্ষ টাকা চালান নং: ১১৭৪, তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৫ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।

১৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অডিট কাজ সম্পন্ন হয়েছে।২০১৩-১৪ আর্থিক সালের বিপরীতে ১টি অডিট আপত্তি আছে যা মীমাংসার জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যা:**

১৭.১ পদ্মা নদী হতে সেচের পানি উত্তোলন পূর্বক বাপমারা খালে সরবরাহ স্থাপনার ডেলিভারী পয়েন্ট হতে খালের প্রায় ১০০০ মিটার পর্যন্ত বেলে মাটি হওয়ায় পানি প্রবাহের সময় সৃষ্ট স্রোতের কারণে বেলে মাটি দ্রুত ক্ষয়ে গিয়ে পাড়ে ভাঙনের সৃষ্টি করবে। ফলে খালের উভয় পার্শ্বস্থ জনবসতি ও পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হবার আশংকা রয়েছে;

১৭.২ অনুমোদিত ডিপিতে ৫০টি পাম্পঘর নির্মানের সংস্থান থাকায় সকল এলএলপি স্কীমে পাম্পঘর নির্মান করা সম্ভব হচ্ছে না; এবং

১৭.৩ প্রকল্প এলাকার সকল স্থানে প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড নেই। এতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ সঠিকভাবে জানতে পারছে না।

১৮। **সুপারিশ:**

১৮.১ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজ আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.২ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে ডিপিপির বছরভিত্তিক বরাদ্দ মোতাবেক এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অব্যয়িত অর্থ সমর্পন ও অডিট সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ এর বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে;

১৮.৪ সেচের পানি সরবরাহকালীন মাটির ক্ষয় ও ভাঙন রোধের জন্য জনবসতি ও পাকা রাস্তা সংলগ্ন ঝুকিপূর্ণ স্থানে খালের উভয় পাড়ের ঢাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৮.৫ নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সকল এলএলপি স্কীমে পাম্পঘর নির্মাণের বিষয়ে বিএমডিএ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৬ প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৭ প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বিএমডিএ'র অন্যান্য প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৮.৮ অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও গৃহীত ব্যবস্থাবলী আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান)
সহকারী পরিচালক